The Telegraph

THE TELEGRAPH CALCUTTA TUESDAY 13 JUNE 2023

Special help at airport

SANJAY MANDAL

Calcutta: The special assistance counter at the Calcutta airport should help all passengers with special needs, not just those who need wheelchairs, said a speaker at a workshop held at the airport on Monday.

"The airport and airlines provide assistance to passengers needing wheelchairs. But what about those who are intellectually challenged? The authorities need to provide proper assistance for them also..." said Minu Budhia, psychotherapist and founder-director of Caring Minds, an OPD mental health clinic.

Caring Minds, in association with the Airports Authority of India, held the sensitisation workshop. The aim was to bring about an inclusive flying experience by reaffirming the

Minu Budhia and C Pattabhi at the workshop

commitment of the airport staff and airlines to the challenges faced by individuals with special needs.

The awareness is needed because intellectual challenges are at times not visible. "A passenger with special needs may not always appear to be someone who needs assistance," said Budhia.

She said a dedicated corridor for intellectually challenged passengers and those accompanying them, should be created. There should be a dedicated queue and counter for them at the security hold area, too.

"At the boarding gate, there should be a small room for the intellectually challenged passengers, particularly children. The boarding area is very crowded and it's a huge area. So, often these children get overwhelmed."

Calcutta airport officials said they provide assistance to specially abled passengers.

"Not only passengers needing wheelchairs, but those who are specially-abled are also provided assistance," said C. Pattabhi, director of Calcutta airport, who took part in the workshop.

On the setting up of an area for intellectually challenged passengers, Pattabhi said: "We will put up a request with the headquarters in Delhi."

TIMES CITY
THE TIMES OF INDIA, KOLKATA | TUESDAY, JUNE 13, 2023

Flyers with special needs: Airport staff get lessons

Tamaghna.Banerjee
@timesgroup.com

Kolkata: Airline staff and CISF personnel at Kolkata airport, who screen and frisk passengers, were trained in handling the flyers with autism, speech impediment, attention deficit disorder and learning difficulties during a workshop on Monday. Held at the airport, the workshop was attended by 60 CISF personnel along with some airline officials and airport staff. The counsellors of a mental health institute, who conducted the workshop, taught them gestures and moves to communicate with the flyers with special needs.

TIMES VIEW: Sensitisation sessions are essential to make airport and security staff aware of the needs and rights of every flyer. Hopefully, cases of inappropriate treatment — which, anyway, are not very frequent — will reduce further. No flyer should be made to feel discriminated against.

"The special assistance counters at the airports are not only for the passengers requiring wheelchairs but also for those with intellectual challenges. The flyers with special needs may not always appear to be requiring assistance. Often, they look like normal passengers but they have certain difficulties. So, a thorough understanding of the conditions is important and that is what we taught the officials," said Minu Budhia, founder, psychotherapist and counsellor of Caring Minds, I Can Flyy and Cafe I Can Flyy, that help hundreds of children with special needs in the city. Mother of a special child, who suffers from low IQ and ADHD, Budhia highlighted the problems faced by the special children and their parents at the airport.

"With intellectual disability included in 'Divyang' the passengers with special needs and their guardians have the right to use the Divyang lanes, too. It's a very simple thing that will create an inclusive flying experience for these passengers," she added.

The counsellors explained how simple things like standing in queues, baggage disappearance, following instructions and frisking through gadgets can be challenging for the flyers with special needs. The airline staff and CISF personnel were taught to make the process comfortable for these passengers.

Earlier, **TOI** reported the problems faced by the specially-abled flyers at the airport. Disability activist Jeeja Ghosh, who had faced harassment on multiple occasions, said, "Since I contact the CISF before travelling, I get a royal treatment now. Kolkata airport and CISF need to advertise about this facility so that others can avail of it as well." A senior airport official said they often fail to understand the needs of flyers with special needs and a miscommunication makes the journey unpleasant for them. "More workshops on the issue will benefit our staff," the official added.

TIPS FROM COUNSELLORS

The workshop in progress at Kolkata airport

- Fast entry into the airport
- Special security check
- Clear instructions and talks with gestures
- Communication with a flyer with autism, not his/her attendant
- Allowing the use of special toilets
- CISF officials should remain calm and treat these flyers with patience

MILLENNIUMPOST.IN

RNI NO.: WBENG/2015/65962

millenniumpost
NO HALF TRUTHS

PUBLISHED FROM DELHI | KOLKATA | SILIGURI

VOL. 9, ISSUE 160 | Tuesday, 13 June 2023 | Kolkata | Pages 12 | Rs 5.00

Workshop held to ensure 'inclusive' flying experience

KOLKATA: Voluntary organisation, Caring Minds, in association with the Airport Authority of India (AAI) held a sensitisation workshop at the Kolkata Airport. The focus was to bring about an inclusive flying experience by reaffirming the commitment of airport officials, staff and different airlines officials about the challenges met by special needs individuals and families travelling by air.

Conducted by psychotherapist Minu Budhia, who is mother to a special needs daughter Prachi, and the founder-director of Caring Minds (OPD Mental Health Clinic), it was much appreciated by all the attendees and senior officials present. Budhia said: "All Airport and Airline officials and staff need to be made aware of the fact that the Special Assistance Counter is not only for passengers requiring wheelchairs, but also for individuals with intellectual challenges. This awareness is essential as several intellectual challenges are invisible - a special needs passenger may not always appear to be someone who needs assistance. Intellectual Disability is included in 'Divyang' so special needs passengers and their guardians (parents/siblings/caretaker) have the right to use the Divyang lane too. It's a very simple thing that will create an inclusive flying experience." MPOST

সংবাদ প্রতিদিন

★ কলকাতা সংস্করণ মঙ্গলবার | ১৩ জুন ২০২৩

কেয়ারিং মাইন্ডস আয়োজিত 'সাফার টু সফর : স্পেশাল নিডস সেনসিটাইজেশন' কর্মশালা অনুষ্ঠিত হল কলকাতা বিমানবন্দরে। সাইকো থেরাপিস্ট এবং কাউন্সিলর মিনু বুধিয়াকে (কেয়ারিং মাইন্ডস, আই ক্যান ফ্লাই, কাফে আই ক্যান ফ্লাই) স্বাগত জানাচ্ছেন এএআই-এর ডিরেক্টর সি পট্টভি।

আজকাল
কলকাতা ২৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০ মঙ্গলবার ১৩ জুন ২০২৩ শহর সংস্করণ*

বিমানবন্দরে বিশেষ কর্মশালা

বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তি ও তাদের পরিবারভুক্ত মানুষজনের সুবিধার্থে কলকাতা বিমানবন্দরে একটি বিশেষ সংবেদনশীল কর্মশালা আয়োজিত হল কেয়ারিং মাইন্ডস এবং এয়ারপোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার (এএআই) যৌথ উদ্যোগে। শিবির পরিচালনা করেন কেয়ারিং মাইন্ডস নামক মানসিক স্বাস্থ্য ক্লিনিকের প্রতিষ্ঠাতা-পরিচালক তথা নামী সাইকোথেরাপিস্ট মিনু বুধিয়া যিনি নিজেও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন কন্যা প্রাচীর মা। উপস্থিত সমস্ত অংশগ্রহণকারী এবং এএআই-এর ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ এই উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

সাইকোথেরাপিস্ট মিনু বুধিয়া জানিয়েছেন, 'বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন যাত্রী এবং তাঁদের সঙ্গে থাকা অভিভাবকরা কয়েকটি সাধারণ বিষয় মেনে চললেই অসাধারণ উড়ান সফরের অভিজ্ঞতা পেতে পারেন।' এএআই-এর নির্দেশিক সি পাত্তাভিও মিনুদেবীর এই উদ্যোগকে কুর্নিশ জানান।

এই সময়
সংবাদপত্র
YOUNG BENGAL GLOBAL BENGALI
৩০ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০ বুধবার ১৪ জুন ২০২৩ শহর সংস্করণ

‘সাফার’ থেকে ‘সুহানা সফর’

এই সময়: কষ্ট থেকে আনন্দের যাত্রা। দুর্ভোগের পরিবর্তে বিশেষ চাহিদাসম্পন্নদের বিমান ভ্রমণকে ‘সুহানা সফর’ করতে কলকাতা এয়ারপোর্টে বিশেষ কর্মশালার আয়োজন করলেন এক ‘বিশেষ মা’। বিমানে ভ্রমণরত বিশেষ চাহিদাসম্পন্নরা যে সব বাধার সম্মুখীন হন, সে সম্পর্কে বিমানবন্দরের কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের কর্মীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করায় উদ্যোগী হয়েছিল কেয়ারিং মাইন্ডস ও এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়া। এই শিবির পরিচালনা করেন বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন কন্যা প্রাচী’র মা এবং কেয়ারিং মাইন্ডস (ওপিডি মানসিক স্বাস্থ্য ক্লিনিক) সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা-পরিচালক সাইকোথেরাপিস্ট মিনু বুধিয়া।

মিনু বলেন, ‘যাঁদের হুইলচেয়ার প্রয়োজন, শুধু সেই সব যাত্রীদের জন্যে নয়, মানসিক প্রতিবন্ধকতা রয়েছে, এমন ব্যক্তিদের জন্যেও বিশেষ সহায়তা কেন্দ্র গড়া দরকার। সব বিমানবন্দর ও এয়ারলাইন্সে যুক্ত কর্মকর্তা এবং কর্মীদের সচেতনতা দরকার। কিছু মানসিক চ্যালেঞ্জ সব সময়ে চোখে পড়ে না। এক জন বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন যাত্রীকে চিহ্নিত করা মুশকিল হয়। সচেতনতা খুব জরুরি।’ এএআই-র নির্দেশক সি পাণ্ডাভি’র বক্তব্য, এটি একটি চমৎকার উদ্যোগ।

খবর ৩৬৫ দিন
বুধবার
১৪ জুন ২০২৩
৩০ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০
দাম ৪ টাকা
কলকাতা থেকে প্রকাশিত
বর্ষ ১২ ■ সংখ্যা ১৪৬
Vol. XII. No. 146
কলকাতা সংস্করণ

বিশেষ চাহিদা সম্পন্নদের জন্য কেয়ারিং মাইন্ডস'এর উদ্যোগে কর্মশালা

৩৬৫ দিন। সাফারকে সুহানা সফর করে তোলার লক্ষ্যে আয়োজন করা হল একটি বিশেষ কর্মশালা। কেয়ারিং মাইন্ডস এবং এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়া, যৌথ উদ্যোগে কলকাতা বিমানবন্দরে আয়োজিত এই কর্মশালাটি পরিচালনা করেন এক বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন কন্যা প্রাচী-র মা এবং কেয়ারিং মাইন্ডস সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা-পরিচালক সাইকোথেরাপিস্ট মিনু বুধিয়া। বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন পরিবারের বিমানযাত্রাকে সুখকর করে তোলাই এই কর্মশালার মুখ্য উদ্দেশ্য। বিমানে ভ্রমণকারী বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তি বা পরিবারগুলি ভ্রমণকালে যে ধরণের প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হন সে সম্পর্কে বিমানবন্দরের কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের কর্মকর্তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তোলা এর প্রাথমিক লক্ষ্য। যাতে সেই যাত্রা, দুর্ভোগ বা কষ্টের বদলে আনন্দ সফর হয়ে ওঠে। এই প্রসঙ্গে সাইকোথেরাপিস্ট মিনু বুধিয়া বলেন, যাঁদের হুইলচেয়ার প্রয়োজন হয়, কেবলমাত্র সেই সমস্ত যাত্রীদের জন্যই নয়, বরং মানসিক প্রতিবন্ধকতা রয়েছে এমন ব্যক্তিদের জন্যেও বিশেষ সহায়তা কেন্দ্র গড়ে তোলা দরকার এ বিষয়ে সমস্ত বিমানবন্দর এবং এয়ারলাইন্সের সঙ্গে যুক্ত কর্মকর্তা ও কর্মীদের সচেতন করা দরকার। বেশ কিছু মানসিক চ্যালেঞ্জ সব সময় চোখে ধরা পরে না, একজন বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন যাত্রীকে চিহ্নিত করা কষ্টকর হয়ে যায়। এই জায়গা থেকে এমন সচেতনতা অতি প্রয়োজনীয়। তিনি আরও বলেন, মানসিক স্বাস্থ্য এবং বিশেষ চাহিদাগুলি আর না লুকিয়ে সে সম্পর্কে সচেতনতা যাতে বাড়ে সেটাই লক্ষ্য। এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়া এর নির্দেশক সি, পাত্তাভি বলেন, এটি একটি চমৎকার উদ্যোগ। মিনুজিকে অবশ্যই অভিনন্দন জানাতে হবে। কারণ, তিনি সবকিছু একসঙ্গে করে এমন একটি অনন্য কর্মশালার আয়োজন করেছেন। অন্যান্য বিষয়গুলি গভীরভাবে মোকাবিলা করার জন্য আরও কর্মশালা অবশ্যই কর্মীদের সাহায্য করবে।

卐 ॥ श्री हरि: ॥ 卐

सन्मार्ग

॥ नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तुरुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तुचन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः॥

कोलकाता, मंगलवार 13 जून 2023

सम्मान : हावड़ा व हुगली के अस्पतालों ने बढ़ाया राज्य का सम्मान

ताकि एयरपोर्ट पर दिव्यांग यात्रियों की यात्रा सुगम हो

जागरूकता के लिए वर्कशॉप का किया गया आयोजन

सन्मार्ग संवाददाता

कोकलाता : कोलकाता एयरपोर्ट पर दिव्यांग यात्रियों की यात्रा को सुगम बनाने के लिए विशेष पहल की गयी है। इसके तहत कोलकाता एयरपोर्ट पर विभिन्न एयरलाइंसों, सीआईएसएफ की टीम तथा ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसियों के साथ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआई) के सहयोग से केयरिंग माइंड्स ने एक विशेष वर्कशॉप आयोजित किया।

इस वर्कशॉप में सभी को स्पेशल नीड्स वाले यात्रियों के बारे में जागरूक किया गया। कैसे उन्हें बिना तकलीफ के उनकी सुरक्षा जांच हो जाए, उनकी यात्रा बिना किसी तकफली के हो पाए, इस पर एक पूरा प्रेजेंटेशन दिया गया। इसका संचालन मनोचिकित्सक मीनू बुधिया ने किया जो केयरिंग माइंड्स (ओपीडी मानसिक स्वास्थ्य क्लिनिक) एवं आइ केन फ्लाइ (विशेष आवश्यकता वालों के लिए संस्थान) की संस्थापक-निदेशक हैं। इस मौके पर एयरपोर्ट डायरेक्टर **सी. पट्टाभी** सहित कई अधिकारी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि यह एक उत्कृष्ट पहल है। यह हमारे स्टाफ को जरूर लाभान्वित करेगा।

एयरपोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग में मनोचिकित्सक मीनू बुधिया को सम्मानित करते कोलकाता एयरपोर्ट के डायरेक्टर सी. पट्टाभी

मीनू बुधिया ने यह कहा : सभी एयरपोर्ट और एयरलाइन के अधिकारियों व कर्मचारियों को इस तथ्य से अवगत कराने की आवश्यकता है कि विशेष सहायता काउंटर न केवल व्हीलचेयर की जरूरत वाले यात्रियों के लिए है, बल्कि बौद्धिक चुनौतियों वाले व्यक्तियों के लिए भी है। यह जागरुकता इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कई बौद्धिक चुनौतियां अदृश्य हैं - जरूरी नहीं कि एक विशेष आवश्यकता वाला यात्री हमेशा ऐसा दिखे कि उसे मदद की जरूरत है। 'दिव्यांग' में बौद्धिक दिव्यांगता शामिल है इसलिए विशेष जरूरत वाले यात्रियों व उनके अभिभावक को यह अधिकार है कि वे भी दिव्यांग लेन का इस्तेमाल कर सकें।

दैनिक विश्वमित्र
• हिन्दी का प्राचीनतम राष्ट्रीय दैनिक •
कोलकाता बुधवार ■ 14 जून, 2023 ■ आषाढ़ कृष्ण 11 सम्वत् 2080

हवाई यात्रा

कष्ट से सुहाना सफर

स्पेशल मॉम ने कोलकाता एयरपोर्ट पर स्पेशल वर्कशॉप का आयोजन किया, जिससे विशेष आवश्यकता वाले परिवार के लिए हवाई यात्रा को कष्ट की जगह सुहाना सफर बनने में मदद हो सके।

केयरिंग माइंड्स की संस्थापक निदेशक मीनू बुधिया एवं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के निदेशक श्री सी पत्ताभी।

कोलकाता, 13 जून (निप्र)। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआई) के सहयोग से केयरिंग माइंड्स ने कोलकाता हवाई अड्डे पर एक संवेदीकरण कार्यशाला आयोजित किया। इस बात पर जोर दिया गया कि एक समावेशी उड़ान अनुभव लाने के लिए हवाई अड्डे के अधिकारियों और कर्मचारियों एवं विभिन्न एयरलाइन अधिकारियों को विशेष जरूरतों वाले लोगों और उनके परिजनों को हवाई उड़ान में मिलने वाली चुनौतियों के बारे में शिक्षित किया जाये। इसका संचालन मनोचिकित्सक मीनू बुधिया ने किया जो केयरिंग माइंड्स (ओपीडी मानसिक स्वास्थ्य क्लिनिक) एवं आइ केन फ्लाइ (विशेष आवश्यकता वालों के लिए संस्थान) की संस्थापक-निदेशक हैं। कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी लोगों व उपस्थिति सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने काफी सराहना की।

साइकोथेरेपिस्ट मीनू बुधिया ने कहा, सभी एयरपोर्ट और एयरलाइन के अधिकारियों व कर्मचारियों को इस तथ्य से अवगत कराने की आवश्यकता है कि विशेष सहायता काउंटर न केवल व्हीलचेयर की जरूरत वाले यात्रियों के लिए है, बल्कि बौद्धिक चुनौतियों वाले व्यक्तियों के लिए भी है। यह जागरुकता इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कई बौद्धिक चुनौतियाँ अदृश्य हैं- जरूरी नहीं कि एक विशेष आवश्यकता वाला यात्री हमेशा ऐसा दिखे कि उसे मदद की जरूरत है। 'दिव्यांग' में बौद्धिक दिव्यांगता शामिल है इसलिए विशेष जरूरत वाले यात्रियों व उनके अभिभावक (माता-पिता/भाई-बन/केयरटेकर) को यह अधिकार है कि वे भी दिव्यांग लेन का इस्तेमाल कर सकें। यह एक बहुत

दैनिक विश्वमित्र विशेष

ही साधारण सी बात है जो एक समावेशी उड़ान के अनुभव का सृजन करेगी।

यह विषय मेरे दिल के काफी करीब है इसलिए इस पर बात करना मेरे लिए काफी हर्ष का विषय है। यह मेरा लक्ष्य है कि जागरूकता की इस यात्रा पर मैं तब तक चलूं जब तक मानसिक स्वास्थ्य और विशेष जरूरत के विषय छिपाने की बात न हो। मैं समावेशी भविष्य की दिशा में कार्य कर रही हूं जहां विशेष जरूरत वाले या बौद्धिक चुनौतियां पेश करने वाले सभी व्यक्ति विशेष को और मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों को वैसा ही सम्मान दिया जाये जितना अन्य सामान्य लोगों को दिया जाता है।

श्री सी. पत्ताभी, आईएपी (निदेशक, एएआई) ने कहा, यह एक उत्कृष्ट पहल है और मीनू जी को इस अभिनव कार्यशाला को एक साथ लाने के लिए बधाई दी जानी चाहिए। यह कार्यशाला हमारे लिए आखों को खोलने वाली थी। अन्य विषयों पर ऐसी गहराई वाली कार्यशालाएं हमारे स्टाफ को जरूर लाभान्वित करेंगी।

मैं मीनू जी की बतौर मां और मानसिक स्वास्थ्य प्रोफेशनल के तौर पर उनके समर्पण की सराहना करता हूं। अधिकांश माता-पिता, स्वाभाविक रूप से, अपने बच्चों के कष्ट को कम करने की कोशिश करते हैं। मीनू जी दस कदम आगे बढ़ गई हैं और भारत के सभी विशेष परिवारों की बेहतरी की दिशा में काम कर कर रही हैं। मैं उनके सभी प्रयासों की सफलता के लिए कामना करता हूं।

केयरिंग माइंड्स के बारे में

केयरिंग माइंड्स बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक के यानी सभी उम्र के लोगों के लिए एक ओपीडी मानसिक स्वास्थ्य क्लिनिक है। कोलकाता में यह अपनी तरह का पहला है, हमने अपने 3 विंग्स - क्लिनिकल, एकाडीमिया और आउटरीच व अवेयरनेस के जरिये 10 वर्षों में 25 लाख से अधिक जीवन को स्पर्श किया है। हमारी संस्थापक-निदेशक व साइकोथेरेपिस्ट मीनू बुधिया के नेतृत्व में 2013 में स्थापित केयरिंग माइंड्स एक छत के नीचे (8000+ वर्ग फीट) के लिए वन-स्टॉप समाधान है। जिसमें मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य से संबंधित सभी मुद्दों पर ध्यान दिया जाता है। हमारी टीम में मनोचिकित्सक, मनोवैज्ञानिक (एम. फिल, आरसीआई पंजीकृत पेशेवर), और प्रख्यात संबद्ध पेशेवर शामिल हैं।

अखबार नहीं आंदोलन
प्रभात खबर
कोलकाता । रांची । पटना । जमशेदपुर । धनबाद । देवघर । मुजफ्फरपुर । भागलपुर से प्रकाशित

विशेष आवश्यकता वाले परिवारों के लिए एयरपोर्ट पर स्पेशल कार्यशाला

संवाददाता, कोलकाता

एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआइ) के सहयोग से केयरिंग माइंड्स ने कोलकाता हवाई अड्डे पर एक संवेदीकरण कार्यशाला आयोजित की. कार्यशाला में इस बात पर जोर दिया गया कि एक समावेशी उड़ान अनुभव लाने के लिए हवाई अड्डे के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं विभिन्न एयरलाइन अधिकारियों को विशेष जरूरतों वाले लोगों और उनके परिजनों को हवाई उड़ान में मिलने वाली चुनौतियों के बारे में शिक्षित किया जाये. इसका संचालन मनोचिकित्सक मीनू बुधिया ने किया जो केयरिंग माइंड्स (ओपीडी मानसिक स्वास्थ्य क्लिनिक) एवं आइ केन फ्लाइ (विशेष आवश्यकता वालों के लिए संस्थान) की संस्थापक-निदेशक हैं.

साइकोथेरेपिस्ट मीनू बुधिया ने कहा कि सभी एयरपोर्ट और एयरलाइन के अधिकारियों व कर्मचारियों को इस तथ्य से अवगत कराने की आवश्यकता है कि विशेष सहायता काउंटर न केवल व्हीलचेयर की जरूरत वाले यात्रियों के लिए है, बल्कि बौद्धिक चुनौतियों वाले व्यक्तियों के लिए भी है. यह जागरूकता इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कई बौद्धिक चुनौतियां अदृश्य हैं - जरूरी नहीं कि एक विशेष आवश्यकता वाला यात्री हमेशा ऐसा दिखे कि उसे मदद की जरूरत है. दिव्यांग में बौद्धिक दिव्यांगता शामिल है, इसलिए विशेष जरूरत वाले यात्रियों व उनके अभिभावक (माता-पिता/ भाई- बन/केयरटेकर) को यह अधिकार है कि वे भी दिव्यांग लेन का इस्तेमाल कर सकें. सी. पत्ताभी, आइएपी (निदेशक, एएआइ) ने कहा यह एक उत्कृष्ट पहल है और मीनू बुधिया को इस अभिनव कार्यशाला को एक साथ लाने के लिए बधाई दी जानी चाहिए. यह कार्यशाला आखों को खोलने वाली थी. अन्य विषयों पर ऐसी गहराई वाली कार्यशालाएं हमारे स्टाफ को जरूर लाभान्वित करेंगी.

पत्रिका
राजस्थान पत्रिका
पत्रिका सिटी कम्युनिटी & कल्चर 04 राजस्थान पत्रिका patrika.com
कोलकाता, बुधवार, 14 जून 2023

एयरपोर्ट अथॉरिटी के सहयोग से केयरिंग माइंड्स ने हवाई अड्डे पर की कार्यशाला

विशेष जरूरत वाले लोगों, परिजनों को उड़ान चुनौतियों पर शिक्षित किया जाए

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

कोलकाता.एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआई) के सहयोग से केयरिंग माइंड्स ने कोलकाता हवाई अड्डे पर एक संवेदीकरण कार्यशाला आयोजित किया। इसमें इस बात पर जोर दिया गया कि एक उड़ान अनुभव के लिए हवाई अड्डे के अधिकारियों कर्मचारियों एवं विभिन्न एयरलाइन अधिकारियों को विशेष जरूरतों वाले लोगों और उनके परिजनों को हवाई उड़ान में मिलने वाली चुनौतियों के बारे में शिक्षित किया जाए।

इसका संचालन केयरिंग माइंड्स (ओपीडी मानसिक स्वास्थ्य क्लिनिक) एवं आइ कैन फ्लाइ (विशेष आवश्यकता वालों के लिए संस्थान) की संस्थापक-निदेशक मनोचिकित्सक मीनू बुधिया ने किया। कार्यशाला में भाग लेने वाले सभी लोगों व अधिकारियों ने इसकी सराहना की। बुधिया ने कहा सभी एयरपोर्ट और एयरलाइन के

कार्यशाला में मौजूद अतिथि

अधिकारियों व कर्मचारियों को इस तथ्य से अवगत कराने की आवश्यकता है कि विशेष सहायता काउंटर न केवल व्हीलचेयर की जरूरत वाले यात्रियों के लिए है बल्कि बौद्धिक चुनौतियों वाले व्यक्तियों के लिए भी है।

जरूरी नहीं कि एक विशेष आवश्यकता वाला यात्री हमेशा ऐसा दिखे कि उसे मदद की जरूरत है। दिव्यांग' में बौद्धिक दिव्यांगता शामिल है इसलिए विशेष जरूरत वाले यात्रियों व उनके अभिभावक को यह अधिकार है कि वे भी दिव्यांग लेन का इस्तेमाल कर सकें। यह एक साधारण बात है जो एक समावेशी उड़ान के अनुभव का सृजन करेगी।

एयरपोर्ट के निदेशक सी. पत्ताभी ने कहा कि यह एक उत्कृष्ट पहल है और बुधिया इस अभिनव कार्यशाला को एक साथ लाने के लिए बधाई की हकदार हैं। अन्य विषयों पर ऐसी कार्यशालाएं हमारे स्टाफ को जरूर लाभान्वित करेंगी। केयरिंग माइंड्स बच्चों से बुजुर्गों तक के सभी उम्र के लोगों के लिए एक ओपीडी मानसिक स्वास्थ्य क्लिनिक है।

छपते छपते

रु.3/- कोलकाता ■ मंगलवार ■ 13 जून 2023 ■ आषाढ़ कृष्ण पक्ष 10 ■ संवत् 2080 ■ कुल पृष्ठ : 8 ■ वर्ष-52, अंक-119

हवाई यात्रा को सुहाना सफर बनाने हेतु कार्यशाला

■ छपते छपते समाचार सेवा

कोलकाता, 12 जून। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआई) के सहयोग से केयरिंग माइंड्स ने कोलकाता एयरपोर्ट अथॉरिटी पर एक संवेदीकरण कार्यशाला आयोजित किया। इस बात पर जोर दिया गया कि एक समावेशी उड़ान अनुभव लाने के लिए हवाई अड्डे के अधिकारियों और कर्मचारियों एवं विभिन्न एयरलाइन अधिकारियों को विशेष जरूरतों वाले लोगों और उनके परिजनों को हवाई उड़ान में मिलने वाली चुनौतियों के बारे में शिक्षित किया जाये। इसका संचालन मनोचिकित्सक मीनू बूधिया ने किया जो केयरिंग माइंड्स (ओपीडी मानसिक स्वास्थ्य क्लीनिक) एवं आई कैन फ्लाई (विशेष आवश्यकता वालों के लिए संस्थान) की संस्थापक-निदेशक हैं। कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी लोगों व उपस्थित सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने काफी सराहना की।

साइकोथेरेपिस्ट मीनू बुधिया ने कहा सभी एयरपोर्ट और एयरलाइन के अधिकारियों व कर्मचारियों को इस तथ्य से अवगत कराने की आवश्यकता है कि विशेष सहायक काउंटर न केवल व्हीलचेयर की जरूरतवाले यात्रियों के लिए है, बल्कि बौद्धिक चुनौतियों वाले व्यक्तियों के लिए भी है। यह

केयरिंग माइंड्स की संस्थापक निदेशक मीनू बुधिया कार्यशाला में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के निदेशक सी. पत्ताभी आईएपी का स्वागत करते हुए।

जागरुकता इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कई बौद्धिक चुनौतियां अदृश्य है- जरूरी नहीं कि एक विशेष आवश्यकता वाला यात्री हमेशा ऐसा दिखे कि उसे मदद की जरूरत है। दिव्यांग में बौद्धिक दिव्यांगता शामिल है इसलिए विशेष जरूरत वाले यात्रियों व उनके अभिभावक (माता-पिता/भाई-बन/केयरटेकर) को यह अधिकार है कि वे भी दिव्यांग लेन का इस्तेमाल कर सकें। यह एक बहुत ही साधारण सी बात है जो एक समावेशी उड़ान के अनुभव का सृजन करेगी।

श्री सी पत्ताभी, आईएपी (निदेशक, एएआई) ने कहा, यह एक उत्कृष्ट पहल है और मीनू जी को इस अभिनव कार्यशाला को एक साथ लाने के लिए बधाई दी जानी चाहिए।

उल्लेखनीय है कि केयरिंग माइंड्स से लेकर बुजुर्गों तक के यानी सभी उमग्र के लोगों के लिए एक ओपीडी मानसिक स्वास्थ्य क्लीनिंग है। कोलकाता में यह अपनी तरह का पहला है जिसने 10 वर्षों में 25 लाख से अधिक जीवन को स्पर्श किया है। संस्थापिका -निदेशक व साइकोथेरेपिस्ट मीनू बुधिया के नेतृत्व में 2013 में स्थापित केयरिंग माइंड्स एक छत के नीचे (8000+ वर्ग फीट) के लिए वन-स्टॉप समाधान है।

ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव। यद् भद्रं तन्न आ सुव।।
www.samagya.in
समाज्ञा

केयरिंग माइंड्स ने एएआई के सहयोग से एक संवेदीकरण कार्यशाला का आयोजन किया

कोलकाता, समाज्ञा : कोलकाता हवाई अड्डे पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआई) के सहयोग से केयरिंग माइंड्स ने एक संवेदीकरण कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में एक समावेशी उड़ान अनुभव लाने के लिए हवाई अड्डे के अधिकारियों और कर्मचारियों एवं विभिन्न एयरलाइन अधिकारियों को विशेष आवश्यकता वाले लोगों और उनके परिवारों को हवाई उड़ान में मिलने वाली चुनौतियों के बारे में शिक्षित किया गया। इस कार्यशाला का संचालन केयरिंग माइंड्स एवं आइ केन फ्लाइ की संस्थापक-निदेशक मनोचिकित्सक मीनू बुधिया ने किया। इस मौके पर मीनू बुधिया ने कहा, हवाई अड्डे पर मौजूद विशेष सहायता काउंटर न केवल दिव्यांग एवं व्हीलचेयर की जरूरत वाले यात्रियों के लिए है, बल्कि बौद्धिक

चुनौतियों वाले व्यक्तियों के लिए भी है। 'दिव्यांग' में बौद्धिक दिव्यांगता शामिल भी, इसलिए विशेष जरूरत वाले यात्रियों व उनके अभिभावक को भी यह अधिकार है कि वे भी दिव्यांग लाइन का इस्तेमाल कर सकें। सी. पत्ताभी, आईएपी (निदेशक, एएआई) ने कहा, यह एक उत्कृष्ट पहल है और मीनू जी को इस अभिनव कार्यशाला को एक साथ लाने के लिए बधाई दी जानी चाहिए। यह कार्यशाला हमारे लिए आखों को खोलने वाली थी। अन्य विषयों पर ऐसी गहराई वाली कार्यशालाएं हमारे स्टाफ को जरूर लाभान्वित करेंगी।

CYMK
www.echoofindia.com
THE ECHO OF INDIA
PUBLISHED SIMULTANEOUSLY FROM KOLKATA, SILIGURI, GANGTOK, GUWAHATI and PORT BLAIR
KOLKATA • TUESDAY • JUNE 13, 2023

Suffer to Suhana Safar: Special Mom conducts Special Workshop at Kolkata Airport

EOI CORRESPONDENT

KOLKATA, JUNE 12/--/Caring Minds in association with the Airport Authority of India (AAI) held a sensitisation workshop at the Kolkata Airport. The focus was to bring about an inclusive flying experience by reaffirming the commitment of airport officials, staff and different airlines officials about the challenges met by special needs individuals and families travelling by air. Conducted by psychotherapist MinuBudhia, who is mother to a special needs daughter Prachi, and the founder-director of Caring Minds (OPD Mental Health Clinic), it was much appreciated by all the attendees and senior officials present.

Psychotherapist MinuBudhia said, "All Airport and Airline officials & staff need to be made aware of the fact that the Special Assistance Counter is not only for passengers requiring wheelchairs, but also for individuals with intellectual challenges. This awareness is essential as several intellectual challenges are invisible - a special needs passenger may not always appear to be someone who needs assistance. Intellectual Disability is included in 'Divyang' so special needs passengers & their guardians (parents/siblings/caretaker) have the right to use the Divyang lane too. It's a very simple thing that will create an inclusive flying experience."

I am so happy to be speaking on a topic so close to my heart. It is my aim to be on this awareness journey till mental health and special needs are no longer hush-hush or taboo. I am working towards an inclusive future where all individuals with special needs, intellectual challenges, and mental health issues are treated with the dignity and respect given to regular individuals.

C. Pattabhi, IAP (Director, AAI) said, "It is an excellent initiative and MinuJi must be congratulated for putting together a most unique workshop which was definitely a very insightful session for us. Further workshops tackling more topics in depth will surely benefit our staff.

Psychotherapist & Counsellor MinuBudhia (Founder of Caring Minds, ICanFlyy, Cafe ICanFlyy) and C. Pattabhi, IAP (Director, AAI) at Suffer to Safar: Special Needs Sensitisation Workshop held at Kolkata Airport by Caring Minds.-EOI Photo

To help make air travel a Suhana Safar for special needs families

I applaud MinuJi's dedication as a mother and a mental health professional. Most parents, as is natural, try to make their own children's sufferings less. MinuJi has gone ten steps ahead and is working towards the betterment of all special families of India - I wish her all the best in her endeavours."

روزنامہ
اخبارِ مشرق کلکتہ
Published from Kolkata • Asansol • Siliguri • Bhopal • Delhi • Ranchi • Lucknow • Srinagar
AKHBAR-E-MASHRIQ

منی پور میں قیام امن کیلئے کلکتہ میں تمام مذاہب کے لوگوں نے دعائیہ میٹنگ کی

کلکتہ 12 جون (مشرق نیوز سروس)

حال ہی میں منی پور میں ہوئے فساد کی وجہ سے کئی لوگ مارے گئے ہیں۔ ابھی بھی وہاں تشدد جاری ہے۔ اس واقعہ کی مذمت کرنے کے علاوہ کورومنڈل ایکسپریس حادثہ، روس، یوکرین جنگ اور مغربی بنگال میں ہونے والے آئندہ پنچایت چناؤ میں امن برقرار رکھنے کے لئے کتھولک ایسوسی ایشن آف بنگال کی جانب سے گزشتہ کل پارک سرکس ڈان باسکو اسکول کے ہال میں تمام مذاہب کے لوگوں کو لے کر ایک دعائی میٹنگ کا اہتمام کیا گیا۔ اس میٹنگ میں تمام مذاہب کے نمائندے اور اہم شخصیتیں موجود تھیں۔ انجولینا منگوس جنتانی کی جانب سے منعقدہ اس پروگرام میں ترنمول کانگریس کے ترجمان جئے پرکاش مجمدار، بنگو اقلیتی بدھی جیوی منچ کے صدر واعظ الحق، راجیہ سبھا ایم پی ندیم الحق، لوک سبھا ایم پی مالا رائے، ریاستی وزیر جاوید احمد خان، ایم ایل اے وویک گپتا، ڈاکٹر ایم اے قاسم، راجیہ سبھا کے سابق رکن احمد حسن عمران، فنکار شوبھو پرسنا، ترنمول مائناریٹی سیل کے احتشام الحق، فرید خان، مختار علی، رام کرشنا مشن کے سوامی پرمانند مہاراج، بودھ مذاہب بھیکوئی میا ورد، روپرنٹ فادر، جیکب میتھو، فادر دیپ راج فرنانڈز، پارسی مذہب کے نمائندے آروا جیجی تاراپول والا، آرمینین چرچ کے فادر آرٹ سران، اور جیسی بیتا تھو، شیعہ مسلک کے مولانا مہر عباس رضوی، وغیرہ نے شرکت کی۔ سلویا نے اس پروگرام کا اہتمام کیا۔ اس موقع پر تمام لوگوں نے مختلف مذہبی کتابوں کے کچھ حصے کو پڑھا اور پھر سبھی نے مل کر امن اور شانتی کے لئے دعا کی۔ اس موقع پر تقریر کرتے ہوئے جئے پرکاش مجمدار نے ملک کی روایت کا ذکر کرتے ہوئے رابندر ناتھ ٹیگور کی کویتا پڑھی۔ جس میں تمام مذہب کو مل کر ایک ساتھ چلنے کی بات کہی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سبھی کو مل کر رہنا ہوگا تبھی تفرقہ ڈالنے والی قوتوں کو شکست ہوسکتی ہے۔ اس موقع پر تقریر کرتے ہوئے ایم پی ندیم الحق نے کہا کہ پورے ملک میں مختلف طریقوں سے نفرت پھیلائی جارہی ہے۔ اسے ہمیں روکنا ہوگا۔ انہوں نے منی پور کے پرتشدد واقعات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اسے ہر حال میں روکنا ہوگا۔ اس موقع پر موجود سابق ایم پی احمد حسن عمران نے بھی اسی طرح کے خیالات کا اظہار کیا۔ دیگر مقررین نے منی پور کے واقعات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ایمبولنس کو دیکھ کر راستہ چھوڑ دیا جاتا ہے لیکن منی پور کی حالت ایسی ہوگئی ہے کہ وہاں ایمبولنس کے مریضوں کو بھی نہیں بخشا جارہا ہے۔ دعائیہ میٹنگ کے دوران سنگیت کے ذریعہ کل جہاں کے مالک کو یاد کیا گیا۔ فادر جیکب میتھیو، مائیکل انتھنی اور کاکولی سنگھ وغیرہ نے اس سنگیت میں حصہ لیا۔

کیئرنگ مائنڈس کی بانی اور ماہر نفسیات مینو بدھیا نے کولکاتا ہوائی اڈہ پر منعقدہ ہوائی سفر اور مسافروں سے متعلق ایک ورکشاپ میں شرکت کی۔ اس دوران ایئر پورٹ اتھاریٹی آف انڈیا کے ڈائرکٹر سی پٹا بھی گلدستہ پیش کر کے استقبال کرتے ہوئے۔---------------

द रिपब्लिक इण्डियन
सूचित रहनुहोस्

Repoter June 12, 2023

स्पेसल नीड्स सेन्सीटाईजेशन वर्कशप

साइकोथेरापिस्ट तथा काउन्सिलर मिनु बुधिया (केयरिङ माइन्ड्स, आईक्यानफ्लाई, क्याफे आईक्यानफ्लाईकी संस्थापिका) र सी. पट्टाभी, आईएपी (निर्देशक, एएआई) शफ़र टु सफर (Suffer to Safar): स्पेसल नीड्स सेन्सीटाईजेशन वर्कशप कोलकाता एयरपोर्टमा केयारिंग माइन्ड्सद्वारा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी हुँदै।

द रिपब्लिक इण्डियन
सूचित रहनुहोस्

Repoter June 13, 2023

एउटा पीडादायी यात्राबाट आनन्दको यात्रा तर्फ...

कोलकाता: दुःखको सट्टा, अर्को एउटी विशेष आमाले कोलकाता एयरपोर्टमा विशेष-आवश्यकमन्द (मानसिक रुपले दिव्याङ्ग)परिवारहरूको लागि हवाई यात्रालाई 'रमाइलो यात्रा' बनाउन विशेष कार्यशाला सञ्चालन गरिन्। केयरिङ माइन्ड्स र एयरपोर्ट अथोरिटी अफ इन्डिया (एएआई)ले संयुक्त रुपमा कोलकाता एयरपोर्टमा एउटा विशेष संवेदनशील कार्यशाला आयोजना गरेको थियो। विशेष आवश्यकमन्द व्यक्ति वा परिवारले हवाई यात्रा गर्दा भोग्नु पर्ने असुविधा र अवरोधका बारेमा विमानस्थलका अधिकारी, कर्मचारी र विभिन्न एयरलाइन्सका अधिकारीहरूको ध्यानाकर्षण गराउने उद्देश्यले उक्त कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो। पीडादायी यात्राको सट्टा आनन्दको यात्रा बनोस् यही उक्त कार्यशालाको महत उद्देश्य रहेको थियो। उक्त कार्यशालालाई एउटी छोरी प्राचीकी आमा मनोचिकित्सक मिनु बुधिया र केयरिङ माइन्ड्स (ओपीडी मेन्टल हेल्थ क्लिनिक) का संस्थापक निर्देशकले सञ्चालन गरेका थिए।

यस पहललाई उपस्थित सबै सहभागी र वरिष्ठ अधिकारीहरूले प्रशंसा गरे। कार्यशालामा मनोचिकित्सक मिनु बुधियाले ह्वीलचेयर चाहिन्दो यात्रुहरूका लागि मात्र नभएर मानसिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि पनि विशेष सहायता केन्द्रहरू स्थापना गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै सबै एयरपोर्ट र एयरलाइन्ससँग सम्बन्धित अधिकारीहरू र कर्मचारीहरूलाई यसबारे सचेत गराउन आवश्यक रहेको आह्वान गरेकी थिइन्। उनले धेरै मानसिक रोगहरूको पहिचान गर्न गाह्रो हुने भएकोले यस प्रकारको जागरूकता आवश्यक रहेको बताइन्। बौद्धिक अर्थात मानसिक अपाङ्गतालाई 'दिव्यांगता'मा समावेश गरिएको छ त्यसैले विशेष आवश्यकता भएका यात्रुहरू र उनीहरूका साथमा अभिभावकहरू (आमा/भाईबहिनी/अभिभावकहरू) पनि दिव्यांग लेन प्रयोग गर्नका लागि हकदार रहेको सम्बोधन गरीन्। यी सामान्य बिन्दुहरू पालना गर्दा एक अद्भुत उडान अनुभव सुनिश्चित हुने उनले थपिन्।

मनले चाहेको विषयमा बोल्न पाउँदा निकै खुशी लागेको र आफ्ने उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य साथै आवश्यकता परेकाहरु अब ओझेलमा लुकेको छैन भन्ने जागरूकता बढाउनु रहेको बताइन्। आफूले एक आशाजनक भविष्यको लागि काम गरीरहेको जहाँ विशेष आवश्यकताहरू, भावनात्मक चुनौतीहरू र मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरू भएका सबै मानिसहरूलाई नियमित मानिसहरू जस्तै समान मर्यादा र सम्मान प्रदान गर्नु रहेको बताइन्। सो शिविरमा भारतीय एयरपोर्ट अथोरिटी (एएआई) का निर्देशक सी पराटी, आईएपीले भने, 'यो अद्भुत पहल हो। मिनुजीलाई बधाई दिनै पर्छ किनकि उनले सबै कुरालाई एकै ठाउँमा ल्याउने अद्वितीय कार्यशाला आयोजना गरेर हामीलाई प्रेरणा दिएका छन्। थप कार्यशालाहरूले पक्कै पनि हाम्रा कर्मचारीहरूलाई अन्य समस्याहरूको गहिराइमा सामना गर्न मद्दत गर्नेछ। एक आमा र मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरको रूपमा, म मिनुजीको पहलको प्रशंसा गर्छु। स्वाभाविक रूपमा, अधिकांश आमाबाबुले आफ्नो बच्चाको पीडा कम गर्ने प्रयास गर्छन्। मिनुजीले यस सन्दर्भमा धेरै अगाडि बढिसकेका छन् र भारतमा विशेष आवश्यकता भएका व्यक्तिहरूको परिवारको सुधारका लागि काम गरिरहेकी छन्। यो असाधारण प्रयासमा म उहाँलाई शुभकामना दिन्छु।'

उल्लेख्य, केयरिङ माइन्ड्स एक (ओपीडी) मानसिक स्वास्थ्य क्लिनिक हो जसले बालबालिकादेखि वृद्धसम्म सबै उमेरका बिरामीहरूलाई स्वास्थ्य सेवाहरू प्रदान गर्दछ। कोलकातामा आफ्नो किसिमको पहिलो क्लिनिकमा, क्लिनिकल, एकेडेमिया र आउटरिचसहित संगठनका ३ विभागहरूमा सचेतना मार्फत विगत १० वर्षमा २५ जनाभन्दा बढी लक्षित व्यक्तिहरूलाई कल्याणको बाटोमा लगिएको छ। सन् २०१३ मा संस्थापक-निर्देशक र मनोचिकित्सक मिनु बुधियाको सक्षम नेतृत्वमा स्थापित, केयरिङ माइन्ड्स अब सबै मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याहरूको लागि एउटै छाना (आठ हजार वर्ग फुट) मुनि 'वान स्टप' समाधान हो। संस्थानमा मनोचिकित्सकहरू, मनोवैज्ञानिकहरू (एमफिल आरसीआई दर्ता गरिएका पेशेवरहरू) र प्रख्यात सहयोगी पेशेवरहरू रहेका छन्।